দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ ... OCT 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হচ্ছে

আহমেদ দীপু

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কারিকুলাম পরিবর্তন হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে কম্পিউটার ব্যবসা প্রশাসন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বিষয়সহ সময়োপযোগী নতুন বিষয় সংযোজন করা হবে। এ উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ শেষে দু'হাজার এক সালের পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করা হবে নতুন বিষয়গুলো।

চলতি বছর দেশের সকল স্কুলে নতুন সময়সূচী অনুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে শিক্ষা অধিদফতর। ফলে স্কুলগুলো পুরনো সময়সূচী বা তাদের সুবিধামতো সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা নিতে পারবে।

স্বাধীনতার পর দেশে দ্বিতীয়বারের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম পরিবর্তন, পরিমার্জন করা হচ্ছে। এর আগে অর্থাৎ প্রথম বার হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে। অথচ প্রতি পাঁচ বছর পর পর কারিকুলাম আপডেট করার কথা। কারণ এই পাঁচ বছরে নতুন যেসব বিষয় বেরিয়ে আসবে তার ভিতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকেই সময়োপযোগী বিষয়ের ওপর পরিষ্কার ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। কারিকুলাম পরিবর্তনের আগে মাঠ পর্যায়ে জরিপ করা হয়। এতেই বাস্তব অবস্থা বেরিয়ে আসে। সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দ্বিতীয়বারের মতো কারিকুলাম পরিবর্তনের জন্য ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ের জরিপ শুরু হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে যে, বর্তমান পাঠ্যক্রমে সবচেয়ে পুরনো বিষয় কি কি রয়েছে। পুরনো বিষয়টির সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক কতটুকু রয়েছে। এছাড়া নতুন কি কি বিষয় পাঠ্যক্রমে যোগ করা হলে শিক্ষার্থীরা ধারণ করতে পারবে ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। জরিপ শেষে যে অবস্থা বেরিয়ে আসবে তার ওপর টেক্সটবুক বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে কি কি বিষয় সংযোজন করা হবে। তবে যেহেতু আগামী শতক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে সেদিকটি বিবেচনায় রেখে কম্পিউটার বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা আগামী শতকের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। একই কারণে ব্যবসা প্রশাসন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বিষয়সহ নতুন নতুন বিষয় যোগ করা হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে সব কটি বিষয় চূড়ান্ত করা হবে।

শিক্ষা অধিদফতর সকল স্কুলে নবেম্বর মাসের সাত থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল। অনিবার্য কারণে তারা এ নির্দেশ দেন। যে কারণ সামনে রেখে দ্রুত বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা কার্যকর না হওয়ায় বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে স্কুলগুলো আগের সময়সূচী নবেম্বরের ২২ থেকে ডিসেম্বরের দুই তারিখের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে পারে অথবা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে পরীক্ষা কাজ শেষ করতে পারবে।